ঝিনাইদহে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ

দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিবাদ, বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সংসদ বাতিলের দাবীতে ঝিনাইদহে কালো পতাকা মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি।

আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মর্ডান মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এতে জেলা বিএনপি, উপজেলা বিএনপিসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। পরে মর্ডান মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সেসময় জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. কামাল আজাদ পান্নুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে সকল মামলা প্রত্যাহার, বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও বর্তমান সংসদ বাতিল করার দাবী জানান।

সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

বিএনপি জামায়াতের কাছে দেশ নিরাপদ নয়। তারা আগামীতে ক্ষমতায় এলে দেশে হত্যাযজ্ঞ চালাবে, আগামী ২৮ অক্টোবর বিএনপি সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে সরকার ও দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণে নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিরোধীরা যারা দেশের উন্নয়ন চায়নি। যারা দেশে অগ্নিসন্ত্রাসী, গ্রেনেড হামলা, লুটপাট করেছে তারা আবারো একই চিন্তা চেতনা নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। তাই আমাদের সাবধান হতে হবে। আগামী নির্বাচনে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘২৮ অক্টোবর বিএনপি সমাবেশ ঘিরে কোন সহিংসতা করা হলে সরকার ও দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিএনপিকে বার বার নির্বাচনে আসার জন্য বার বার আহ্বান করা হচ্ছে। তাদের কোন কর্মসূচীতে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে না। তারা জনগণের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আমরা দলীয় ভাবেও প্রস্তুত আছি। আমরা রাজনৈতিকভাবে সবকিছুই মোকাবেলা করবো।’

ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: শুভ্রা রানী দেবনাথ’র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ্◌িস্থত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের সচিব জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম,অতিরিক্ত সচিব সাইফুল্লাহিল আজম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ডাঃ রাশেদা সুলতানাসহ স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃবৃন্দ। নব-নির্মিত ভবন উদ্ভোধনের আগে আয়োহক ও অতিথিরা মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। বিকেলে মহেশপুরের ভৈরবায় ২০ শয্যা হাসপাতালের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবীতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল ছিল ঝিনাইদহ।

গত ১৫ বছরের মধ্যে আজ সোমবার (৯ অক্টোবর) ছিল ঝিনাইদহ জেলা

বিএনপির সবচে বড় শোডাউন। এক দফার দাবী আদায়ে হাজারো বিএনপি নেতাকর্মী জেলার ৬ উপজেলা থেকে সমবেত হয় ঝিনাইদহ শহরে। নেতাকর্মীদের গগনবিদারী শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ। শহরের অলিগলি দিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সামিল হয় মুল মিছিলে। সকাল ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, আরাপপুর, চুয়াডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ড, মডার্ণমোড়, আদর্শপাড়া, হামদহ ও উজির আলী স্কুল এলাকাসহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রেসক্লাব থেকে উজির আলী স্কুল মাঠ পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হাটের রাস্তায় গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে শহরের হাটের রাস্তায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় নেতা মীর রবিউল ইসলাম লাভলু, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পাপপু, বিএনপি নেতা মুন্সি কামাল আজাদ পাননু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, মাহবুবুর রহমান শেখর, আলমগীর হোসেন, শাহজাহান আলী, জিয়াউল ইসলাম ফিরোজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান, মুশফিকুর রহমান মানিক, শ্রমিক দল নেতা আবু বকর, টোকন জোয়ারদার, রুহুল আমিন পিকুল ও রেজাউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি দিতে হবে। নইলে পরবর্তী পরিস্থির জন্য এই সরকার দায়ী থাকবে। তিনি বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা তলে তলে ঠিক থাকার কথা বললেও এই সরকারের তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করেছে। যে কোন সময় বঙ্গপোসাগরে ডুবে যাবে।

মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ

মিছিল ও সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়াকে ‘গণতন্ত্রের মা’ ও দেশনেত্রী আখ্যায়িত করে তার মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবি সহ অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজ মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাস স্ট্যান্ড মোড়ে যেয়ে শেষ হয়।

এর আগে কলেজ মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপির নেতা কর্মীরা। মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন,জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জাবেদ মাসুদ মিল্টন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করে।

এ সময় মাসুদ অরুন বলেন,’শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে।

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ ও সংসদ বিলুপ্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। সরকার পতনের আন্দোলন এই মেহেরপুর থেকেই শুরু হবে। ‘

গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর

দেশের গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে মার্কিন ভিসানীতি, যা দেশের

স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছেন সাংবাদিক নেতারা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সমাবেশ থেকে এ মন্তব্য করা হয়। এসময় ভিসানীতির নামে স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মানা হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট আয়োজিত ভিসানীতির নামে সংবাদমাধ্যমে মার্কিন চাপের প্রতিবাদে সাংবাদিক সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা, ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও দ্য ডেইলি অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী। সমাবেশে তিনি বলেন, ‘একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ভিসানীতি অবমাননাকর। দেশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের সামিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ চলে সংবিধানের ওপর। একটি স্বাধীন দেশের ওপর বাইরের দেশের হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না। আমেরিকা বন্ধুর আচরণের বিপরীতে প্রভুর আচরণ করতে চায়। আমরা সেটি মানবো না। তারা ভিসানীতির ভয় দেখিয়ে অযাচিত হুমকি দেবেন, সেটা মেনে নিতে পারি না। বাঙালি জাতিকে ভিসানীতি বা স্যাংশনের ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়াবো। নিজের শক্তি দিয়ে গণতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই।’

জাস্টিস ফর জার্নালিস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক খানের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভূঁইয়া, ডিইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মানিক লাল ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম, ডিইউজের সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, সংগঠনের সভাপতি কামরুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাহিন বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক লায়েকুজ্জামান, আবু সাঈদ প্রমুখ।

এসময় মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ভিসানীতি নিয়ে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন নই। আমেরিকা বছরে ভিসা দেয় মাত্র ২৭ হাজার। এতে সারাদেশে মানুষের কি সমস্যা। ভিসানীতি তো তাদের আছেই, প্রতি বছর ১ লাখ আবেদন করে আর ভিসা দেয় ২৭ হাজার।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকার গণমাধ্যম স্বাধীন। সেখানে পিটার হাস এ কথা বলতে পারেন না। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর ভিসানীতির কথা বলছেন পিটার হাস। এটা স্বাধীন গণমাধ্যমের ওপর একটি চাপ সৃষ্টি করা। ভিসাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় পিটার হাস আপনি

অতিথি মানুষ। তাই আপনার নীতির মধ্যে থাকুন। বাংলাদেশের স্বাধীন গণমাধ্যম কোনো আত্মসমর্পণ করে না। করবে না।’

আবদুল জলিল ভূঁইয়া বলেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথা উঠলেই একাত্তর সালের কথা মনে পড়ে। খুনিদের সরদার আমেরিকা। ডিইউজের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, আমার দেশ আমার। তুমি মার্কিনি কথা বলার কে।’

এসময় অন্য নেতারা বলেন, ‘আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কিভাবে কলুষিত করা যায়, সেই চেষ্টা করছে। আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বাঙালি জাতিকে ভয় দেখানো সহজ নয়।’ গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান তারা।

“সরকারের সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে”- মির্জা আব্বাস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মীর্জা আব্বাস বলেছেন,সরকারের সব অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। দেশের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম আর নিজেদের দাবি আদায় করতে শিখে গেছে। এখন আর হামলা-মামলায় কারও কোনো ভয় নেই। শেখ হাসিনার অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তেই হবে।

মির্জা আব্বাস মঙ্গলবার ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে খুলনা অভিমুখে রোডমার্চ উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে পৌছাতে আমাকে আড়াই কিলোমিটার জনসমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে। দেখে মনে হয়েছে আমরা প্রাক বিজয় উৎসব পালন করছি। তিনি বলেন সারা দেশের মানুষ আজ আবেগতাড়িত, উদ্বেলিত। অন্যদিকে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বেদনাহত।

মির্জা আব্বাস বলেন, কিছুদিন আগে আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ম্যাডাম কিছু বলবেন? উনি মাথা নাড়লেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।

তার চাহনিতে অব্যক্ত ভাষা। তিনি হয়তো এটাই বলতে চেয়েছিলেন, তোমরা আমার জন্য কি করেছ। আমি কি দেশের গনতন্ত্র, দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের জন্য কিছইু করিনি?

মীর্জা আব্বাস বলেন আমি ম্যাডামকে বলে এসেছি সারা দেশের মানুষ আজ আপনার জন্য চিন্তিত। আপনি বাংলাদেশের জন্য আপনি যা করেছেন তা মানুষ ভুলবে না। মুর্হুমুহু করতালী ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মীর্জা আব্বাস বলেন, দেশনেত্রীকে মুক্ত করতে এই সরকারকে বাধ্য করা হবে। একদফার আন্দোলন চুড়ান্ত করেই দেশের মানুষ ঘরে ফিরবে ইনশাল্লাহ।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনার সঞ্চালনায় রোডমার্চের উদ্বোধনী সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা সৈয়দ মেহদী আহম্মেদ রুমী, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদ (খুলনা) অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দীন, বিএনপির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাহ উদ্দীন টুকু, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড আসাদুজ্জামান ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মেহেরপুরের মাসুদ অরুন, চুয়াডাঙ্গার মাহবুব হাসান খান বাবু, শরিফুজ্জামানসহ জেলা ও উপজেলার বিএনপি নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

মির্জা আব্বাস আরও বলেন, দেশ দেউলিয়া হবার পথে। অর্থনীতি খারাপ। ডলারের রিজার্ভ শুণ্যের কোঠায় ঠেকেছে। ১৫ বছর দেশে সীমাহীন লুটাপাট চলেছে। পিকে হালদারসহ অনেক রাঘববোয়াল হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋনের পরিমান দাড়িয়েছে ১০৯ হাজার কোটি টাকা। আমরা এই চুরিদারীর প্রতিবাদ করলে জেলে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন সময় মতো এসব চোরদের বিচার করা হবে।

বিএনপির খুলনা অভিমুখে রোডমার্চকে ঘিরে কেন্দ্রীয় নেতাদের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল ঝিনাইদহ। সর্বত্রই উচ্ছাস আর আড়ম্বর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ঝিনাইদহ ছাড়াও কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে আজকের রোডমার্চকে

ঘিরে প্রানচাঞ্চল্য ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় ও বাইরের নেতাকর্মীদের বরণ করতে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রোডমার্চের উদ্বোধণী অনুষ্ঠান স্মরনীয় করতে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল সাজানো হয় বর্ণিল সাজে।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াত- বিএনপির সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর পৌর ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে পৌর ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা রাতুলের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি বিক্ষোভ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে দেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন।

এসময় বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ছহিউদ্দিন কলেজ ছাত্রনেতা পিন্টু, অমিত, রাব্বি, রাসেল, রকিবুল, লতিফ, সুরুজ, আবির, শাহিন সহ পৌর ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে যুব

মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুরের শ্যামপুরে যুব মহিলা লীগের সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার বিকেলে শ্যামপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় শ্যামপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ফজিলা খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান।

সমাবেশ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

আমদহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি রেহানা খাতুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লিগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কাজী শহিদুল হক, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী।

আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লুৎফুন্নেছা লতা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিয়ার রহমান হিরা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা ও আমদহ ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহ বিভিন্ন নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে শাহিদুজ্জামান শিপুর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গাংনীতে বিএনপির নৈরাজ্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উস্কানীমূলক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সহ সভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপু।

আজ শনিবার রাত ৮ টার সময় শাহিূদুজ্জামান শিপুর নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল তার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশে মিলিত হয়।

ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলি আজগর এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপু।

এসময় পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, শ্রমিক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, ছাত্র লীগ নেতা মাজিদুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্র লীগ নেতা উজ্জ্বল হোসেনের সঞ্চালনায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামী লীগ,যুবলীগ,সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্র লীগের তৃণমূল নেতাকর্মী অংশ গ্রহন করেন।